

অধ্যক্ষের আসনে কি এবার "রামপদ জমাতিয়া"?



খবরে প্রতিবাদ, ১২ মার্চ। ত্রিপুরা বিধানসভার গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে ১৩ই মার্চ থেকে। তার মাঝেই বিধানসভার অধ্যক্ষের শূন্য আসন পূরণ নিয়েও

জোর আলোচনা চলছে। আগামী ১৬ই মার্চ অধ্যক্ষ বাছাই পর্ব সমাপন হয়ে যেতে পারে বলেই প্রাথমিক ভাবে খবর। তবে কে হবেন অধ্যক্ষ? স্বাভাবিক ভাবেই জটিলতা

সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে যিনি জয়ী হবেন উনিই সামলাবেন এই দায়িত্ব। আর সে ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে শাসক দলের পালা ভারী। এতদিন যাবত অধ্যক্ষের আসনে কে

বসবেন সেই নিয়ে জল্পনা ছিল বটে। তবে তা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে। এনডিএ জেট এর তরফ থেকে সর্ব সম্মতি ক্রমে রামপদ জমাতিয়া কে প্রস্তাবিত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা, উপাধ্যক্ষ বিশ্ব বন্ধু সেন, সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা এদিন উনাকে উজ্জ্বল ও পুষ্প স্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা ও জানিয়েছেন। আবার সেই ছবি নিজ সামাজিক মাধ্যমে ও ভাগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ১৬ই মার্চ দায়িত্ব সামলে নিতে পারবেন হয়তো নব্য নির্বাচিত অধ্যক্ষ। উল্লেখ্য, উনি বর্তমানে বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক এবং উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী। বিধানসভার অধ্যক্ষরূপে উনি নির্বাচিত হয়ে পূর্বভে অধ্যক্ষ প্রয়াত বিশ্ব বন্ধু সেন এর খামতি পূরণ করতে পারবেন বলেই আশাবাদী রাজ্য সরকার।

অমরপুরে আবেগঘন বিদায়: দক্ষ প্রশাসক উৎপল দাসের বদলিতে চাঞ্চল্য

খবরে প্রতিবাদ, ১২ মার্চ। রাজ্য প্রশাসনে বহু দক্ষ আধিকারিক থাকলেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রেখে উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রশাসক খুব বেশি দেখা যায় না। অমরপুর আর ডি ব্লকের বিদায়ী বিডিও Utpal Das সেই বিরল প্রশাসকদের অন্যতম এমেন্টাই মনে করছেন অমরপুর মহকুমার বহু মানুষ। প্রায় চার বছর ধরে অমরপুর আর ডি ব্লকের ব্রক উন্নয়ন আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর হঠাৎ করেই তাঁর বদলির নির্দেশ জারি হওয়ায় এলাকাভূমি ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রশাসনিক নির্দেশে তাঁকে বদলি করা হবে।

তিন শত দেওয়ার পরেও হামলা থামাচ্ছে না ইরান, দুবাইয়ে পরপর বিস্ফোরণ, কালো ধোঁয়ায় ঢাকা আকাশ



নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ। যুদ্ধ থামতে হলে কী করতে হবে? তিন শত দিয়েছিল ইরান। সেই শর্ত দেওয়ার পরে, যুদ্ধ থামানোর কোনও লক্ষণ নেই। উলটে ফের হামলা চালান উরান। সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ইরান দুবাইয়ে ড্রোন হামলা চালিয়েছে। তথ্য, দুবাই কর্তৃপক্ষ আল বাদা'আ এলাকায় একটি ছোট ড্রোনের ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। কোনও আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর ব্রিটেনের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস সেন্টারের মতে, বৃহস্পতিবার সকালে পালসার উপসাগরে একটি কস্টেইনার জাহাজে দুবাই উপকূলে একটি প্রজেক্টাইল আঘাত হানে, যার ফলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। জাহাজের ক্রুজা নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বাহরাইনে, ইরানের হামলার ফলে মুহাররাক দ্বীপে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, যা দেশটির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। বিমানবন্দরে জেট ফুয়েল ট্যাঙ্ক রয়েছে এবং ওই অঞ্চলে তেল শিঞ্জের জন্য কাজ করে। সেখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার ফলে, ব্যাপক আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়। কুয়েতের প্রতিবন্ধক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, একটি ইরানি ড্রোন একটি আবাসিক ভবনে ভেঙে পড়ে।

ঘটনায় আহত হন দু'জন। সংযুক্ত আরব আমিরাত জানিয়েছে যে, তারা দুবাইকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য দু'বার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করেছে এবং ড্রোনটি আঘাতের পর দুবাই ক্রিক হারবারের একটি টাওয়ারে আঘাত নেভাতে সক্ষম হয়। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অংশে আকাশসীমা বন্ধ থাকার কারণে ওমান এয়ার একাধিক আন্তর্জাতিক বিমান বাতিল করেছে বলে তথ্য। ওই সংস্থা এই তথ্য প্রকাশ্যে এনেছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, সীমিত আকাশসীমার কারণে সৃষ্ট অপারেশনাল চ্যালেঞ্জগুলি নির্ধারিত পরিবেশগত লক্ষ্যে প্রভাবিত করছে। ইরানের শর্তের বিষয়টি সামনে আসে বৃহস্পতিবার। ইজরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি ইরান। তবে মনেতে হবে তিনটি শর্ত। এই তিন দফা শর্ত মানেই ইজরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাত বন্ধের ঘোষণা করল ইরান। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে যৌথভাবে ইজরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হামলা শুরু করেছিল। যুদ্ধের ১৩ দিনের উত্তপ্ত পশ্চিম এশিয়া। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে

জানা গেছে, যুদ্ধ থামানোর জন্য ইজরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তিনটি শর্ত দিয়েছে ইরান। শর্তগুলি হল, ১. ন্যায্য অধিকার থেকে ইরানকে বঞ্চিত করা যাবে না। ২. যুদ্ধের জেরে ইরানে যে ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। ৩. আগামী দিনে ইজরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হামলা করবে না ইরানে, তা নিশ্চিত করতে হবে। ইরানের সংঘর্ষ বিরতির শর্ত তিনটি প্রকাশ্যে আসলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল কী পদক্ষেপ করতে চলেছে, তা এখনও স্পষ্ট জানা যায়নি। গতকাল বুধবার রাতেই ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান এই তিনটি শর্ত জানিয়েছেন। যদিও তার পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল এই শর্ত মানার বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেনি। প্রসঙ্গত, ইরানে ইজরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান প্রায় শেষের পথে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই দাবির পরেই মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক বাজারে বড়সড় বদল দেখা গেল। এ নিয়ে আশঙ্কিত পুলিশ। এ নিয়ে ন্যায়বিচার ঘটনার সূত্র তদন্ত ও দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছেন সাংবাদিক গুণ্ডবর দাস।

মশার উপদ্রব পুরো এলাকায়, নজর নেই নিগমের

খবরে প্রতিবাদ, ১২ মার্চ। শহর আগরতলার অত্র এলাকা জুড়ে মশার উপদ্রব ব্যাপক হারে। ইদানিং কালে তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। বিশেষ করে ড্রেন লাগোয়া এলাকা গুলিতে এই উপদ্রব বেশি। মূল সড়ক পথের পাশে পাশে থাকা কিছু ড্রেনে পুরো নিগম ও রাজ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রয়াসে বহুকাল আগে কিছু লার্ভা ভক্ষণ কারী মাছের পনা ছাড়া হলেও তা সম্পূর্ণ রূপে মশার উপদ্রব কমাতে কোনো ভাবেই কার্যকরী নয়। রাজধানীর পূর্ব প্রান্তের ধলেশ্বর, ইন্দ্রনগর, বনমালীপুর সহ বলাদ খাল, কাটা খাল ইত্যাদি এলাকা গুলির সন্নিকটে বসবাসকারী মানুষ ব্যাপক হারে মশার তাপে ভুগছেন। এতে করে ম্যালেরিয়া সংক্রমের আশঙ্কা বাড়ছে। ন্যাশানাল ডেস্টার বর্গ ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রোগ্রাম এর আওতায় মশার উপদ্রব কমাতে নিয়মিত বাড়িঘর ও ড্রেন গুলিতে মশা নাশক ঔষধ স্প্রে করার কথা হলেও বিগত ৪ বছরে তা করা হয়নি বলেই চলে। যার ফলে ধীরে ধীরে মশার বংশ বিস্তার তো ছাড়াই তার সাথে সমান ভালে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মশা সংক্রমিত রোগের আশঙ্কা। এই নিয়ে পুরো নিগমের কক্ষ নেই বলেই চলে। অতিষ্ঠ হয়ে স্থানীয় দের মাঝে থেকে বারংবার দাবী উঠছে যাতে পুরো নিগম ও রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর বিষয়টি পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে সমস্যা সমাধানের দ্রুততার সাথে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

সমাজ দস্যুদের হুমকির মুখে কৈলাশহরের সাংবাদিক, ভাংচুর বাইক

খবরে প্রতিবাদ, ১২ মার্চ। সাংবাদিক দের নিরাপত্তা নিয়ে দিন কে দিন বাড়ছে উদ্বেগ। রাজ্যের নানা প্রান্তে প্রকাশ্যে



আক্রান্ত সাংবাদিকেরা। গণমাধ্যম এর কর্মীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন ডঃ মানিক সাহা'র সুশাসনের পুলিশ। তাহলে আম জনতার অবস্থা কতটা করুণ? এবার রাতের অন্ধকারে কৈলাশহরের এক সংবাদ কর্মীর বাইক ভাংচুর করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে কৈলাশহরের পাইলট রোডের সংলগ্ন দক্ষিণ কালিপু পিডবিউডি কোয়ার্টার কমপ্লেক্স এলাকায়। কৈলাশহর জার্নালিস্টস ক্লাবের সহ-সম্পাদক তথা স্থানীয় সাংবাদিক গুণ্ডবর দাসের বাইক টি হামলার শিকার হয়। এ নিয়ে খানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর ইতিমধ্যেই তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এ নিয়ে ন্যায়বিচার ঘটনার সূত্র তদন্ত ও দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছেন সাংবাদিক গুণ্ডবর দাস।

প্রেম দেখেছেন, এবার আক্রোশ দেখবেন - রাজার বার্তা প্রজার উদ্দেশ্যে?



খবরে প্রতিবাদ, ১২ মার্চ। এডিসি নির্বাচন এগিয়ে আসতেই ফের একবার ধানসা, তিপ্রা ল্যান্ড, হানিবুসা, লাঙ্গ ফাইট, ইউনিটি ইত্যাদি শব্দ গুচ্ছ কানে ভেসে আসতে শুরু করেছে। যার প্রবক্তা রাজ্যের রাজনী পরিবারের এক সদস্য। যিনি এখানে নিজেকে রাজা বলে দাবী করেন। যাকে আবার অনেকেই উপহাস করে ডাকেন "মুকুট হীন রাজ"। বিগত ২০২১ এর এডিসি নির্বাচনে ২৮টি আসনের মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ আসনে জয় ছিনিয়ে নিয়ে ক্ষমতা দখল করে তিপ্রামথা। বিজেপি দ্বিতীয় স্তরে এবং সিপিআইএম করাত সেখানে গো হারা হেরে যায়। ২০২৬ এ

আবারো নির্বাচন আসন্ন। এর মাঝে ২০২৩ এর বিধানসভা নির্বাচন গেছে। তখন ও গ্রেটার তিপ্রা ল্যান্ড ও ধানসা শ্লোগান দিয়ে পাহাড় সমতল উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক হারে ভোট পায় মথা। এবার এডিসি নির্বাচনে আবারো সেই একই শ্লোগান। বৃহস্পতিবার, মোহনপুর মহকুমায় ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সিনমা তামাকারী, ও বোধজবনগর ওয়াকিনগর কেন্দ্রে দলের শক্তি প্রদর্শন করে তিপ্রা মথা। তাতেই এডিসি নির্বাচন কে ঘিরে আবারো ধানসা ডাক দিলেন স্বঘোষিত রাজা প্রদ্যুত বিক্রম মানিক্য। উনি বলেন, এত দিন সবাই উনার প্রেম দেখেছে এবার

আক্রোশ দেখবে। এডিসি দখল নিতেই হবে। তার জন্য ক্ষমতাকে নিজ নিজ পদ, ক্ষমতা ছু লে একজন যোদ্ধা হয়ে লাড়াই করতে আহ্বান রাখেন উনি। প্রতি বার একই শ্লোগান একই আহ্বান রাখলেও, এই কয়েক বছরে এডিসি তে ক্ষমতাসীন থেকেও কি কি উন্নতি করতে পারলো মথা সেই নিয়ে একটি আলোচনা ও শোনা যাবার উদ্যোগ মুখে। পাহাড়ে বিজেপি মথার অন্তঃকালে একটা অশেষ মানুষ বেজায় ফিট। এই ধানসা, তিপ্রা ল্যান্ড এসব দাবী মানুষের মাঝে শান্তি ফেরাতে আদৌ কতটা সক্ষম তা মানুষ ইতোমধ্যেই বুঝতে শুরু করেছে। ফাল্গুন এখন সময়ের অপেক্ষা।

বিজেপিতে প্রাক্তন বাম নেতা যোগেন্দ্র ত্রিপুরা

খবরে প্রতিবাদ, ১২ মার্চ। বামফ্রন্টের অঙ্গ সংগঠন জিএমপি ছেড়ে বিজেপির দলীয় পতাকা হাতে তুলে নিলেন সার্বভারমের বরিত্ত বাম নেতা যোগেন্দ্র ত্রিপুরা। এডিসি নির্বাচন এগিয়ে আসতেই বাম নেতার এই দল



বদল রাজনৈতিক মহলে নানা প্রসঙ্গ উদ্ভব ঘটিয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের এডিসি নির্বাচনে সিপিআইএম এর টিকিটে পূর্ব মুর্খিপুর ব্যুরালি থেকে লড়াই করেছিলেন যোগেন্দ্র ত্রিপুরা। যদিও তাতে জয়লাভ করেন নি তিনি। সাম্প্রতিক বাম দল তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে। আর তাতে উক্ত কেন্দ্রে থেকে বরজুং ত্রিপুরা কে প্রার্থী করা হয়েছে নতুন ভাবে। এদিকে তালিকা প্রকাশের কিছু দিনের মধ্যেই দল ত্যাগ করে বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিলেন যোগেন্দ্র ত্রিপুরা। এই ঘটনা যেন ২০২৩ এর কৈলাশহরের এক প্রাক্তন বাম নেতার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে বিজেপি দলে যোগ দাতা একনিষ্ঠ বামপিঞ্জি যোগেন্দ্র ত্রিপুরার জগনানের পেছনের মূল কারণ কত দিনে উন্মোচিত হয়।

৭ প্রজাতির আলুচাষ, তাক লাগিয়ে দিলো বাইখোড়ার কৃষক

খবরে প্রতিবাদ, ১২ মার্চ। শান্তির বাজার মহকুমার জেলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে বসবাসকারী অধিকাংশ লোকজন কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। এই এলাকায় জেলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধায় অত্রাণ্ড প্রচেষ্টায় কৃষকরা ধান থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকারের সজী চাষে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। রাজ্য সরকার চাইছে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করতে। রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে সাফল্যমন্ডিত করতে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে জেলাইবাড়ী কৃষি দপ্তর। জেলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় আলুচাষে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে কৃষকরা। এরই মধ্যে জেলাইবাড়ী কৃষিদপ্তরের সহযোগিতায় সাত রকমের আলুচাষ করে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে পূর্ব চকলাইগ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষক মুনাল দেবনাথ। তিনি হিমালিনী, চিপাসোনা -৩, নীলকন্ঠ, পোখরাঙ্গ, করন, সঙ্গম, উদয় এই সাত প্রজাতির আলু চাষ করেছেন। এই সাত প্রকারের মধ্যে সাত রকমের আলুচাষ হলো নীলকন্ঠ আলু। জানা যায় কৃষক মুনাল দেবনাথ উনার কর্মসূত্রে এই রাজ্যে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তারা চারটি নীলকন্ঠ আলু এনে ১৬ টি চারা গাছ লাগিয়েছিলেন। এখন এই চারাগাছ গুলি থেকে প্রায় ১৪ কেজি আলু সংগ্রহ করেছেন। এই আলুগুলি শ্রেণি করে আগামীদিনে এই আলুচাষ করে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করবেন বলে আশা করা করেন মুনাল দেবনাথ। তিনি জেলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধায় সাত রকমের আলুচাষ অনুযায়ী কৃষি দপ্তরের গাইডলাইন মেনে এ আর সি চারা গাছ আলুচাষ করে এই সাফল্য অর্জন করেছেন। এই আলুচাষে সার্বিক সহযোগিতায় হাত বারিয়ে দিয়েছে জেলাইবাড়ী কৃষিদপ্তর। বৃহস্পতিবার কৃষক মুনাল দেবনাথের আলুর জমীতে গিয়ে আলু উৎপাদনের দিকগুলো দেখাশোনা করেছেন জেলাইবাড়ী কৃষিদপ্তর। জমিদারদের নিয়ে এক আলোচনা সভায় মিলিত হন তারা। আলোচনা সভায় কৃষকদের জন্য রাজসরকারের ও কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের উন্নয়ন স্বার্থে কি কি কাজ করছে তানিয়ে বিবাহিত আলুচাষ করা হয়।

ক্রোতা শূন্য হ্যাণ্ডলুম মেলায় ক্ষতির সম্মুখীন ব্যবসায়ীরা

খবরে প্রতিবাদ, ১২ মার্চ। মেলা বসেছে, স্টল আছে, সামগ্রী আছে, দোকানী আছে, আলোকসজ্জা আছে - সেই গুণ্ডবর। এ কেমন মেলা? আর কোথায় বসেছে এই মেলা? শুনেই অবাক বনে যাবেন। রাজধানীর প্রসিদ্ধ পূর্বশা প্রাঙ্গনে বসে এক মেলায় ঠিক এই মুহুর্তে এমনি চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। ৭ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে কোটি টাকা খরচের বিনিময়ে এই হ্যাণ্ডলুম মেলা। রাজ্য ও বহিঃরাজ্য থেকে বহু দোকানী ষ্টল জাতি ও জনজাতি উভয় অংশের মানুষ জন পশরা সাজিয়ে বসেছেন। কিন্তু আজ

প্রায় ৬ দিন যেতে না যেতেই তাদের কষ্টে শোনা গেল আক্ষেপ এর সুর। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, প্রথম দুদিন কিছুটা বেচাকেনা হলেও ৩য় দিন থেকে মন্দায় চলেছে ব্যবসা। রাজ্য সরকার মেলায় আয়োজন করেছে বটে, কিন্তু এই মেলা মেলা প্রদান কোনো প্রচার প্রসার না করাতে অধিকাংশ মানুষই এই মেলায় কথা জানেন না। যে কারণে মেলা প্রদানে নেই লোক সমাগম। আশেপাশের যৎসামান্য কিছু লোক এলেও বাকি সময়টুকু ব্যবসায়ীদের বসে থাকতে হচ্ছে তীর্থের কাকের ন্যায়। বৃহস্পতিবারে এক মহিলা ব্যবসায়ী

বলেন, সন্ধ্যা গাড়ে গেলেও বনি অর্ধ হয়নি উনার। ২টা থেকে মেলা শুরু হয়। রাত ৮টায়ে শেষ। সারাদিন বসে থেকে প্রায় ৩০০০ টাকা মনে আরেকটু বেশি। ব্যবসায়ীরা তাদের মতামত

গুণ্ডিয়ে বাড়ি ফিরে যান তারা। এর মধ্যে অনেকেই এসেছেন ধর্মগণ, কৈলাশহর এর মত দূর দূরান্ত থেকে। তাদের জন্যে সমস্যাটা যেন আরেকটু বেশি। ব্যবসায়ীরা তাদের মতামত

দিয়ে গিয়ে জানাচ্ছেন, পূর্বশা প্রাঙ্গনে বর্তমানে এধরণের মেলায় আয়োজন হলে ক্রোতাশের তেমন ভীরা চোখে পড়েনা। তার চাইতে যদি এই ধরনের মেলা গুলো কিছুটা শহরের প্রাণকেন্দ্রে করা যায় তাহলে তাদের জন্যে অনেকটাই সুবিধে হয়। বলা বাহুল্য, মেলা প্রদান যেমন ব্যবসায়ীদের আয় উন্নতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তেমন মানুষের বর্তমান আর্থিক অবস্থান কি সোটাও অনেকটাই বিবেচ্য বিষয়। বসে থাকা নেই, ত্রিপুরার মত একটি ছোট্ট পাহাড় রাজ্যে বর্তমানে বেকারত্ব, কর্মহীনতা, আর্থিক

দুর্ভোগ এতটাই বেড়েছে যে মেলায় গিয়ে হাত খুলে পয়সা খরচ করার মত অবস্থা সত্যিই নেই মথা বিজের। কেবল হ্যাণ্ডলুম মেলাতেই নয়, সাম্প্রতিক কালে হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনে আয়োজিত বাগিচা মেলা, শিশু উদ্যানে আয়োজিত ইউনিভার্সাল এগ্রপো - সব ক্ষেত্রেই ব্যবসা মন্দা বলে খবর উঠে আসে। সার্বিক ভাবে এধরণের মেলা সাফল্যমন্ডিত হয়ে উঠার ক্ষেত্রে রাজ্যের সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নতি কতটা হচ্ছে সেটাও বিবেচনা করা প্রয়োজন বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

দুর্ভোগ এতটাই বেড়েছে যে মেলায় গিয়ে হাত খুলে পয়সা খরচ করার মত অবস্থা সত্যিই নেই মথা বিজের। কেবল হ্যাণ্ডলুম মেলাতেই নয়, সাম্প্রতিক কালে হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনে আয়োজিত বাগিচা মেলা, শিশু উদ্যানে আয়োজিত ইউনিভার্সাল এগ্রপো - সব ক্ষেত্রেই ব্যবসা মন্দা বলে খবর উঠে আসে। সার্বিক ভাবে এধরণের মেলা সাফল্যমন্ডিত হয়ে উঠার ক্ষেত্রে রাজ্যের সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নতি কতটা হচ্ছে সেটাও বিবেচনা করা প্রয়োজন বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

দুর্ভোগ এতটাই বেড়েছে যে মেলায় গিয়ে হাত খুলে পয়সা খরচ করার মত অবস্থা সত্যিই নেই মথা বিজের। কেবল হ্যাণ্ডলুম মেলাতেই নয়, সাম্প্রতিক কালে হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনে আয়োজিত বাগিচা মেলা, শিশু উদ্যানে আয়োজিত ইউনিভার্সাল এগ্রপো - সব ক্ষেত্রেই ব্যবসা মন্দা বলে খবর উঠে আসে। সার্বিক ভাবে এধরণের মেলা সাফল্যমন্ডিত হয়ে উঠার ক্ষেত্রে রাজ্যের সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নতি কতটা হচ্ছে সেটাও বিবেচনা করা প্রয়োজন বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

সম্পাদকীয়

৩ বর্ষ, গুরুবার, ২৮ ফাল্গুন, ১৪৩২ বাংলা

ফেসবুকের বনভূমি

দাবদাহ। তীর। যেমন হয়, ফেসবুকে এ নিয়ে নানা তোলপাড়। পাখির জন্য জল রাখুন। গাছ লাগান। এমনকি কেউ কেউ বলেন এ দাবদাহের জন্য দায়ী সরকার। কারণ সরকার বনভূমি নাশ করেছে। তবে সকলে যে কথাটি বলতে চাইলেন, তা হল গাছ লাগান। সবাই নির্দেশাঙ্ক কথা বলছেন। অন্যকে লাগাতে বলছেন। কেউ কেউ সরকারকে বলছেন। কেউ বলছেন, 'লাগাতে হবে'। ফেসবুকে যা হয়, সকলেই অধিষ্ঠিত। এই দাবদাহে ফেসবুক জুড়ে যত বনসুজন হয়েছে, তার এক শতাংশ যদি বাস্তবে হয়ে যেত, তাহলে চিরসবুজ ত্রিপুরায় সবুজের সমারোহ অস্ত্রহীন হয়ে যেত প্রায়। প্রতি ব্যক্তির সাপেক্ষে একটি দুটো নয়, ছোটোখাট বনভূমি বরাদ্দ হয়ে যেত। হবে না। ফেসবুকে যা হয়, সকলেই প্রস্তাবক। কিন্তু কেউ কি নেই? আছে। একা একটা লোক গড়িয়ে আসে একটা বনভূমি তৈরি করে ফেললেন। সারাজীবন শুধু এই করে কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি যখন কাজ শুরু করেছেন, তখন ফেসবুকে ছিল না। ফেসবুকে যা হয়, সে ব্যক্তির কথা পোস্ট করেন কেউ। হাজার হাজার শেয়ার হয়। আহা! হয় উভয়। আরকেজন এমন মানুষ তৈরি হয় না। কী গাছ লাগাব? ফেসবুক তা বলে না। একটা গাছ লাগিয়ে দিলেই হবে? তার প্রেম, প্রণয়, ভালোবাসার কথা মাথায় রাখতে হবে না? সে কার সঙ্গে মিশবে, কে তার পরামর্শদাতা করে দেবে? কে তার ফল দুঃ দুঃ নিয়ে ফেলে সন্তানবৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে? বনসুজন মানে কেবল গাছ লাগানো নয়। প্রাণী দিতে হবে। পোকা দিতে হবে। পতঙ্গ দিতে হবে তাকে। সেসবের ব্যবস্থা? ফেসবুক বলে না। একটি বন তার পাখি, পতঙ্গ, পশু এবং জলভূমি দিয়ে সম্পূর্ণ হয়। সেসব না করে কেবল অবিবেচকের মতন গাছ লাগালে তা হবে না। ত্রিপুরার কৃষকদের জন্য হাতি, বানর বিরাট সমস্যা। একটি বানর কতটা বনসুজন করতে পারে, তার ধারণা ফেসবুকের নেই। বানরের বন যদি কেড়ে না নিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তারা সদলবলে বীজ ছড়িয়ে ছড়িয়ে বন বাড়াবে। পাখিতে বাড়াবে, কাঁটবিড়ালিতে বাড়াবে। নাহয়, প্রতিবছর স্বাস্থ্যবিন চারা লাগিয়ে বনসুজনের আশ্বাসদান ছাড়া আর কী পাব? সে গাছ একা পড়ে থাকবে, সস্ততি বিস্তার করে বনসুজন করতে পারবে না। ফেসবুকে যা হয়, একব কথা তোলে না কেউ। তথাপি বনের কথা, গাছের কথা মানুষ বলছে। সেটাও কম কী! ফেসবুক থেকে কেউই অনুপ্রাণিত হয় না তা নয়। ধীরে ধীরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হচ্ছে। দুঃর কোথাও স্তবির আয়োজন হচ্ছে। তাপমাত্রা কমে এল। এবার বৃষ্টি শুরু হবে। ফেসবুকে যা হয়, সকলে এবার বৃষ্টি নিয়ে মাতবে। সেই মাতন একদিন আবার অন্যকিছুতে দখল করবে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল, ফেসবুক ব্যবহারকারী, তার সচেতনতামূলক পোস্টটি দিয়ে ভাবেন তিনি দায়িত্বপালন করলেন। তার মনে আশ্বাসদান আসে। বাস্তবে আর কিছূ হয় না। ফেসবুকের বনভূমি দিয়ে আমরা কী করব!

পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি : ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাক : ৯৪৩৬৪২৮০০। আয়ুর্ভোগ : রামঠাকুর সংঘ : ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৪৪১১৩৬৩৬, ব্লু লোটিস ক্লাব : ৯৪৩৬৪৩৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৫৪২৮৪৩৬৫৬, রিলিভার্স টি ৯৮৩২৭৬৭৪২৮ কার্ণেল টৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৩২৫৭০১১৬/সহেতি ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮২৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৩২৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৪৪১১৬৬২৪, চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘণ্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ (পি বি এর), আই জি এম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এম : ৮৭৯৪০৫০৩০০ কমমোপলিটন ক্লাব : ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ : ৮৮৩৭৩০৫৪৬, ৯৭৪৪১৪৪০১৯, ৮৭৯৪৩৫৪৬৭। শিবদ্বীপ : যান : ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন-৮২৬৩৯৭২৩৯৫, ইন্সটিটিউট ইয়থস অব ত্রিপুরা : ৯৪৩৬৯৩৬০৮, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা-৭৬৪২৮৪৩৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৩৭০২৪২, ব্লু লোটিস ক্লাব-৯৪৩৬৫৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩০৫০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা টৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৩০০৩০/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার : ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাথারঘাট : ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কৃষ্ণবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩৮-৫৭৩৬, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কম্প্লেক্স : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিয়া : ২৩৪-১২৩৬, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিসিঃ : ২৩২-৫৬৮৮।

শীতে খান গোলাপ চা!

যাঁরা চায়ের ব্যাপারে শৌখিন, তাঁরা হয়তো এই চা দেখে নাক সিঁকতে পারেন। কারণ তাঁদের কাছে ভাল চা মানে দারুিনী চায়ের সুবাস! সেই চায়েরও নানা রকমফের আছে। দুটি পাতা একটি বুদ্ধি কেউ রাতে চায়ের আলোয় তুলে রাখেন। কেননা পাতা আবার তেলো হয় সূর্যাস্তের সময়। সেই চা-পাতা তেলো থেকে শুষ্ক করে তার প্রক্রিয়াকরণের হেরফেরের চায়ের স্বাদও বললে বদলে যায়। তবে তার



বহিরে যাঁরা নানা ধরনের চা চেষ্টা দেখতে চান, তাঁরা শীতে গোলাপ চায়ের স্বাদ নিয়ে দেখতে পারেন। শীতে বাগানে গোলাপ ফলান অনেক। ছাদে বারাদায় এই সময়টির নানা রঙের গোলাপ দেখতেও ভাল লাগে। সেই গোলাপ চায়ের পেয়ালায় থাকলেও মন্দ লাগবে না। আর তার উপকরণও আছে অনেক।
 ১. আর্টিসজিওস্টেভে উপরঃ গোলাপ চায়ের পলিফেনল ফ্রাজেনোয়েড এবং ডিটমিন সি এর মতো প্রচুর আর্টিসজিওস্টেভে থাকে। এই উপাদানগুলি শরীরকে ফ্রি রাডিক্যালস থেকে রক্ষা করে, যা অক্সিজেন স্ট্রেস এবং হৃদরোগ, ক্যানসার বা অন্যান্য কঠিন রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে।
 ২. হজমশক্তি উন্নত করেঃ হজম প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। গোলাপ চা ক্যেটক্যাটিন, পেন্ট ফেইন এবং আর্টিসজিওস্টেভে মতো সমস্যা দূর করে হজম সক্রিয় অর্ন্তি ক্ষমতে সাহায্য। এটি অস্ত্র থেকে উপকরণ ব্যাক্টেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে।
 ৩. মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমাঃ উদ্বেগ বা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। মেজাজ সতেজ রাখতে সাহায্য করে এবং ভাল ঘুমও হতে পারে রোজ টি বা গোলাপ চা খেলে।
 ৪. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করেঃ গোলাপ চায়ের থাকা ডিটমিন সি এবং আর্টিসজিওস্টেভে উপাদানগুলি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে পারে এবং নানা সংক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা করে।
 ৫. ঋতুজ্বরের ব্যথা উপশমে সহায়কঃ পিরিয়োডের সময় হওয়া ব্যথা এবং অর্ন্তি কমাতে গোলাপ চা উপকারী বলে মনে করা হয়। যেকোনো ব্যথা গেছে, এটি ঋতুজ্বারকালীন হরমোনজনিত শারীরিক ও মানসিক সমস্যা কমাতেও সাহায্য করতে পারে।

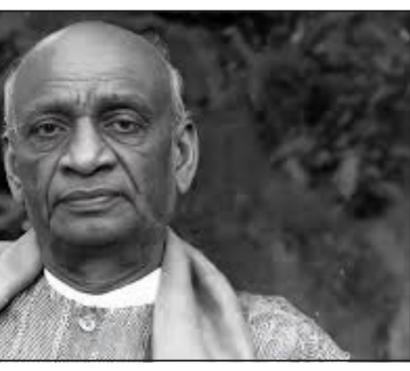
শৈবাল দেব

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল (১৮৭৫-১৯৫০) ছিলেন ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যিনি "ভারতের লৌহমানব" হিসেবে পরিচিত; তিনি মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী ছিলেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন, বিশেষত স্বাধীনতার পর দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের সঙ্গে একীভূত করে ভারতের রাজনৈতিক সংহতি রক্ষা করেন, যা তাকে জাতির জনক হিসেবে পরিচিত করে।

গুজরাতে কুম্ভীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্যাটেল। তার পিতা-মাতা ছিলেন জাভেরভাই ও লাভবাই। তার বাবা কাঁসির রানির সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিলেন। তার মা ছিলেন একজন খুব আধ্যাত্মিক মহিলা। ১৮৯১ সালে তিনি জাভেরভেনকে বিয়ে করেন। এই দম্পতির দুটি সন্তান হয়। একজন হলেন মণিবেন প্যাটেল (১৯০৩-১৯৯০) নামে এক মেয়ে এবং এক ছেলে দহিয়াভাই প্যাটেল (১৯০৬-১৯৭৩)। সর্দার প্যাটেলের কন্যা ছিলেন একজন কুম্ভীর এবং তার পুত্র ভারতের সংসদ ছিলেন।

গুজরাতি মিডিয়াম স্কুলে তার শিক্ষাজীবন শুরু করে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল পরবর্তীকালে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে স্থানান্তরিত হন। ১৮৯৭ সালে তিনি আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। তিনি তখনই বেশি ব্যয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন (২২ বছর)। ১৯১৫ তিনি আইন বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯১০ সালে ইংল্যান্ডে যান। তিনি ১৯৩৩ সালে ইনস অফ কোর্ট থেকে আইন বিভাগে ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। ভারতে ফিরে এসে তিনি গুজরাতে গোধরায় তাঁর আইন অনুশীলন শুরু করেন। আইনি দক্ষতার জন্য তাকে ব্রিটিশ সরকার অনেক লাভজনক পদে প্রস্তাব দিয়েছিল তবে তিনি সব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকার এবং তাদের আইনের কটর বিরোধী ছিলেন। তাই ব্রিটিশদের পক্ষে কাজ

না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শিক্ষা সম্পন্ন করার পর, তিনি আইন পড়তে আগ্রহী হন এবং ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য লন্ডনে যান। ভারতে ফিরে এসে একজন আইনজীবী হিসেবে কাজে যোগ দান করেন।



১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তিনি প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯১৭ সালে সর্দার বল্লভভাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গুজরাতে শাখার সেক্রেটারি হিসাবে নির্বাচিত হন। ১৯১৮ সালে কায়রায় বন্যার পরে ব্রিটিশরা জোর করে কর চাপিয়ে দিলে তিনি কৃষকদের কর প্রদান না করার জন্য একটি বিশাল 'কর শুদ্ধ অভিযান' পরিচালনা করেছিলেন। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে কৃষকদের কাছ থেকে নেওয়া জমি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেছিল। তাঁর অলাকার কৃষকদের একত্রিত করার প্রচেষ্টা তাকে 'সর্দার' উপাধি দিয়েছিল। তিনি গান্ধী দ্বারা চালিত অসহযোগ আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছিলেন। তিনি তার সাথে জাতি সফর করেছিলেন। এতে তিনি ১৯০০, ০০০ সদস্য নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ১.৫ মিলিয়নেরও বেশি সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছিলেন। ১৯২৮ সালে বারদেলির কৃষকরা আবার 'চ্যাপ-বুদ্ধির' সমসার মুখোমুখি হয়েছিল। দীর্ঘ সময় তলব করার পরে কৃষকরা অতিরিক্ত শুষ্ক দিতে অস্বীকৃতি জানালে সরকার প্রতিশোধ নেওয়ার সাথে সাথে তাদের পক্ষে প্রচার করেছিল। এই আন্দোলনটি ছয় মাসেরও বেশি

নির্বাচনের সময় তিনি তার সহকর্মী সাথীদের সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়া আন্দোলনে তিনি গান্ধীর প্রতি তার অটল সমর্থন অব্যাহত রেখেছিলেন যখন বেশ কয়েকজন সমসাময়িক ফলে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রে একটি দুর্বল সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা রয়েছে। যা একটি গণতান্ত্রিক দেশকে সুসংহত করার জন্য বিপর্যয়কর হত। প্যাটেল ভি.পি.মেননের সাথে এর সমাধান নিয়ে কাজ করেন। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে একজন সরকারী কর্মচারী এবং রাষ্ট্রের ধর্মীয় প্রবণতার উপর ভিত্তি করে একটি পৃথক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে পরামর্শ ভি.পি.মেনন দেন তা গ্রহণ করেছিলেন। পাটিলন কাউন্সিলে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ভারত স্বাধীনতা অর্জনের পরে পটেল প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। পটেল স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে প্রায় ৫২২ টি রাজ্যকে ভারতের অধীনে এনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার এই শাসকদের দুটি বিকল্প দিয়েছিল - তারা ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারে; বা তারা স্বাধীন থাকতে পারে। এই ধারা অসুবিধা বাড়িয়ে তোলে। কংগ্রেস এই ভয়ঙ্কর কাজটি সর্দার প্যাটেলকে অর্পণ করেছিলেন যিনি ১৯৪৭ সালের তিনি রাজ্যগুলোর সংহতকরণের জন্য তদারকি শুরু করেছিলেন। জম্মু ও কাশ্মীর, জুনাগড় ও হায়দরাবাদ সর্বদা রাজ্যকে সংহত করতে তিনি সফল হয়েছিলেন। অবশেষে তিনি তার তীব্র রাজনৈতিক বুদ্ধির সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছিলেন এবং জম্মু ও কাশ্মীর, জুনাগড় ও হায়দরাবাদ কে ভারতের অধীন করেছিলেন। আমরা যে ভারতকে আজ দেখতে পাচ্ছি তা হল সর্দার বল্লভভাই পটেল যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তার ফল। দ্বিজাতি তত্ত্বের জনক ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। মুসলিম লীগ নেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং কংগ্রেস এর বল্লভভাই প্যাটেল সহ তার একাধিক অনুসারীর নেতৃত্বে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন স্বাধীনতার ঠিক আগে দেশভূত্রে একের পর এক হিংস্র হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সূত্রপাত করেছিল। আবার অন্যদিকে সর্দার প্যাটেল বৃহত্তর পার্শ্ব ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির পরও প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িক হৃদয়ের

একটি সুস্থ ও প্রগতিশীল সমাজের ভিত্তি

তৃষা দেব

আমাদের সমাজে শারীরিক সুস্থতাকে যতটা অনিবার্য গুরুত্ব দেওয়া হয়, মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রায়শই ততটাই অবহেলা ও ভুল বোঝাবুঝির শিকার হতে হয়। এই অবজ্ঞার ফলস্বরূপ, একটি উন্নয়নশীল জাতি হিসেবে বাংলাদেশ আজ এক নীরব মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির কবলে। এই সংকট সমাজের প্রতিটি স্তরকে দুর্বল করছে। তবে এর সবচেয়ে ভয়াবহ শিকার আমাদের তরুণ প্রজন্ম-যারা জাতির ভবিষ্যৎ মেরুদণ্ড। মানসিক স্বাস্থ্যকে কেবল ব্যক্তির দুর্বলতা হিসেবে দেখার প্রবণতা দূর করে এটি যে একটি জাতীয় উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার প্রেরণ, তা উপলব্ধির জন্য আর দেরি করা চলে না। শিক্ষার্থী জীবনে চাপ একটি বর্তমানে এটি অস্বাভাবিক মাত্রায় পৌঁছেছে, যা তাদের মনকে বিচ্যুত করে তুলছে। অত্যধিক একাডেমিক প্রত্যাশা ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা বর্তমানে যেন এক মানসিক ব্যথিতে পরিণত হয়েছে। অভিভাবক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের ওপর চরম পারফরম্যান্স-এনজাইটি তৈরি করে। এই চাপ শিশুদের সৃজনশীল বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে, যেখানে শেখার আনন্দ হারিয়ে কেবল নম্বর অর্জনের তাগিদ প্রধান হয়ে ওঠে। লাখ লাখ উচ্চশিক্ষিত তরুণের বেকারত্বের হার তাদের মধ্যে গভীর হতাশা ও দৃশ্চিন্ধ্য জন্ম দিচ্ছে। পড়ালেখা শেষ করেও একটি মানসম্মত ও স্থিতিশীল চাকরি পাওয়ার নিশ্চয়তা না থাকায় তাদের মানসিক চাপ ক্রমাগত বাড়ছে। এই অনিশ্চয়তা অনেকের জীবন নিয়ে উদাসীন করে তোলে। এছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অত্যধিক ব্যবহার শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'নির্ভৃত জীবন'

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি অনেকে হতাশা থেকে মাদকাসক্তি বা অন্যান্য আত্মহত্যা ও ধ্বংসাত্মক আচরণের দিকে ঝুঁকতে পারে। এটি সমাজের আভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। এটি শারীরিক স্বাস্থ্য এবং জীবনের গুণগতমানের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মানসিক অস্থিরতা ঘূমের গুণমানকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক রোগে অক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। সুস্থ মন ছাড়া সুস্থ দেহের অস্তিত্ব সম্ভব নয় এবং অসুস্থ মন জীবনের গুণগত মানকে (ছঁৎবরু ডু ড ভ খরতব) ধ্বংস করে। মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া কেবল নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং একটি ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য

শর্ত। মানসিক চাপমুক্ত ব্যক্তি কাজে বেশি মনোযোগী হতে পারে, তাদের দক্ষতা বাড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বিষণ্ণতা এবং উদ্বেগ সংক্রান্ত মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রতি বছর প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলার উৎপাদনশীলতা হারায়। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের মানসিক অবসাদ বা অসুস্থতার কারণে জাতীয় অর্থনীতিতে যে ক্ষতি হয়, তা বিশাল। একটি সুস্থ মন অন্য মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহযোগিতামূলক হতে সাহায্য করে। ভালো মানসিক স্বাস্থ্য পরিবার, বন্ধু এবং সহকর্মীদের সঙ্গে ইতিবাচক ও সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়ক। যখন সমাজের বেশিরভাগ মানুষ মানসিকভাবে সুস্থ থাকে, তখন সমাজে অপরাধ প্রবণতা কমবে, সামাজিক সম্প্রীতি বাড়বে। মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকলে ব্যক্তি

নতুন কিছু শিখতে, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে এবং সৃষ্টিশীল কাজে উদ্ভাবনা খুঁজে পায়। একটি জাতির উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অনেকের নির্ভর করে তার তরুণ প্রজন্মের মানসিক সুস্থতার ওপর। মানসিক স্বাস্থ্য সংকট ও ঝুঁকি থেকে আমাদের উত্তরণের পথ খুঁজতে হবে। সক্ষমতা নিরাপত্তা জাল তৈরি এই নীরব মহামারি মোকাবিলা করতে একটি সমন্বিত, সহানুভূতিশীল এবং আপসহীন নীতি বাস্তবায়ন প্রয়োজন। স্থলভিত্তিক কাউন্সেলিং বাধ্যতামূলককরণ করা প্রয়োজন। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষিত ও পেশাদার মনোবিজ্ঞানী কাউন্সেলর নিয়োগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে। এটি যেন রটিনমাস্টিক একটি পরিষেবা হয় এবং শিক্ষার্থীরা যেন বিনা সংকোচে তাদের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারে, সেই গোপনীয় ও নিরাপদ



পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষকদের নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সবেদনশীল হওয়ার এবং প্রাথমিক মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা দেওয়ার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। অভিভাবকদের বুঝতে হবে, সন্তানের ভালো ফল নয়, বরং সুস্থ মন তার সবচেয়ে বড় সম্পদ। প্রতিযোগিতা কমানো এবং সন্তানের সঙ্গে খোলাখোলা আলোচনার পরিবেশ তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। প্রাথমিক স্তর থেকেই পাঠ্যসূচিতে মানসিক স্বাস্থ্য, আবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এটি জীবনের একটি মৌলিক দক্ষতা হিসেবে গণ্য হওয়া প্রয়োজন। গ্রামীণ ও শহর উভয় অঞ্চলের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। মানসিক অসুস্থতাকে শারীরিক অসুস্থতার মতোই একটি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং এই বিষয়ে সামাজিক ট্যাবু ভাঙার জন্য ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালাতে হবে। প্রতিটি সংস্থায় কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য নীতি প্রণয়ন করা উচিত, যার মধ্যে রয়েছে মানসিক চাপ কমানোর জন্য পর্যাপ্ত ছুটি, নমনীয় কাজের সময় এবং গোপনীয় কাউন্সেলিং সুবিধা আনন্দের তরুণ প্রজন্ম একটি দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের মানসিক চাপকে আর উপেক্ষা করা চলে না। শিক্ষাব্যবস্থা, পরিবার এবং রাষ্ট্রের এখনই উচিত সন্মিলিতভাবে এই মানসিক স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা জাল তৈরি করা, যাতে আগামী প্রজন্ম সুস্থ মন নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত হতে পারে। সুস্থ মনই সুস্থ দেহের, সুস্থ সম্পর্কের এবং সর্বোপরি, একটি সুস্থ ও প্রগতিশীল সমাজের ভিত্তি।

